যুগান্তর

03 MAR 2017

ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

কবি নজরুলে শিক্ষার্থীদের ভর্তির টাকার হদিস নেই

যুগান্তর রিপোর্ট

পুরান ঢাকার সরকারি কবি নজরুল কলেজে শতাধিক শিক্ষার্থীর ফরম পূরণের টাকার হদিস নেই। তবে এসব শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে টাকা জমা দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। কিন্তু কলেজের হিসাব শাখায় তা জমা হয়নি। এ অবস্থায় কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের কাছে পুনরায় ফি দাবি করলে জটিলতা তৈরি হয়। ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা তাদের টাকা লাপাত্তা হওয়ার জন্য কলেজ শাখা ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মীকে দায়ী করছে। তবে কারণ অনুসন্ধানে কলেজ কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

তদন্ত কমিটি গঠন

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মুক্তি রানী সাহা বৃহস্পতিবার রাতে যুগান্তরকে বলেন, 'কলেজে অধ্যক্ষ নেই। আমি দায়িত্ব নেয়ার পর হিসাব বিভাগে খোঁজ নিয়ে লেনদেনের গরমিল পাই। পরে দেখতে পারি কিছু ছাত্রের টাকা জমা হয়নি। এটা কীভাবে হয়েছে জানি না। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর বলা যাবে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এখানে গ্রামের গরিব ছেলেরা পড়ে। টাকা জমা দেয়ার সময় কারও সহযোগিতা নেয়ার জন্য টাকাটা কাউকে দিতেও পারে। তবে ঠিক কী হয়েছে তা আমরা জানি না।'

ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, কলেজের সামনে লক্ষ্মীবাজারে একটি ব্যাংকে ভর্তি ও ফরম পূরণসহ অন্যান্য ফি'র অর্থ জমা দিতে হয়। সাধারণত যখনই টাকা জমা দেয়ার সময় আসে, তখনই ছাত্রলীগের একটি অংশ ব্যাংকে চেয়ার নিয়ে বসে যায়। তাদের কাছ থেকে সিরিয়াল নিয়ে টাকা জমা দিতে হয়। সর্বশেষ গত মাসে ডিগ্রি ও মাস্টার্সের ভর্তির সময়েও এমন ঘটনা ঘটে। সিরিয়াল নেয়ার সময় প্রত্যেককে সর্বনিম্ন ৩০০ থেকে এক হাজার টাকা করে দিতে হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় ছাত্রলীগের ওই অংশ লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ আছে। কলেজের একাধিক শিক্ষকও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এনাম নামে একজন ছাত্র জানান, গত মাসে তিনি মাস্টার্সের ভর্তির জন্য ব্যাংকে টাকা দিতে গেলে ছাত্রলীগ নেতারা আটকে দেন। পরে এক হাজার টাকা তাকে দিতে হয়েছে। এরপর তিনি টাকা জমা দেয়ার সিরিয়াল নিয়ে ভর্তির ৪ হাজার ৪৩২ টাকা জমা দিতে পেরেছেন। তিনি আরও জানান, এক ছাত্রী টাকা দিতে না চাওয়ায় তাকে অপমান করা হয়েছিল।

জানা গেছে, কলেজের হিসাব বিভাগে এসব ছাত্রছাত্রীর টাকা জমার যে রসিদ দাখিল করা হয়েছে, তাতে ব্যাংকের সিল ও স্বাক্ষর আছে। এ ব্যাপারে কলেজের একজন সহযোগী অধ্যাপক বলেন, ওই সিল ও স্বাক্ষর এখন পর্যন্ত জাল বলে তারা প্রমাণ পেয়েছেন। কলেজের আরেকজন শিক্ষক ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

কবি নজরুলে শিক্ষার্থীদের ভর্তির টাকার হদিস নেই

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

জানান, এ বছর ভর্তি ফি স্নাতকে সর্বনিম্ন ৩২০২ টাকা এবং স্নাতকোত্তরে সর্বনিম্ন ৩৮০০ টাকা ধার্য করা হয়। এর মধ্যে ১১৬ শিক্ষার্থীর ভর্তির অর্থ জমা হয়নি কলেজ তহবিলে। টাকার অংকে এর পরিমাণ প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা। তবে কলেজের উপাধ্যক্ষ বলেন, এ সংখ্যা ২০-২২ জন হবে। এ ব্যাপারে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি হাবিবুর রহমান মোহন যুগান্তরকে বলেন, 'আমরাও শুনেছি, একসঙ্গে সাতজন ব্যাংকে টাকা জমা দিয়েছে, এর মধ্যে পাঁচজনেরটা জমা হয়েছে। তাহলে বাকি দু'জনের টাকা কোথায় গেল, কারা জড়িত তা তদন্ত করে বের করা প্রয়োজন।' কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাওলাদার বলেন, ব্যাংকে শিক্ষার্থীদের টাকা জমা দেয়ার সময় সিরিয়াল নিতে বাধ্য করার মতো কোনো কাজ ছাত্রলীগ করায় না। কমিটিতে পদ না পাওয়া কিছু ব্যক্তি আমাদের নামে এমন অপপ্রচার করতে পারে। তবে টাকা দেয়ার ক্ষেত্রে কেউ যদি কারও সহযোগিতা নেয় এবং খুশি হয়ে টাকা দেয়, সেটা দু'জনের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তারপরও এতে কাউকে জড়িত পাওয়া গেলে সাংগঠনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি পুলিশে দেয়া হবে। তিনি বলেন, ভর্তি ও টাকা জমার বিষয়টা প্রশাসন, ভর্তি কমিটি ও ব্যাংকের বিষয়। ছাত্র সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগের এখানে কোনো কাজ নেই।